

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
نُحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ

সংক্ষিপ্তসার খুতবা জুমআ

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)'র উত্তম গুণাবলীর স্মৃতিচারণায় তাঁর প্রেরিত মুরতাদ বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযানগুলির বিস্তারিত বিবরণ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরুর আহমদ খলীফাতুল মসীহ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহ তাআলা বেনাস্রিহিল আযিয কর্তৃক ২৯ জুলাই, ২০২২ ইং তারিখে যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড) ইসলামাবাদের মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত খুতবা জুমআর সংক্ষিপ্তসার

আশহাদু আল্লাহ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লাশারীকালাহু, ওয়াসহাদু আন্বা মোহাম্মাদন আবদোহু ওয়ারাসুলোহু। আন্বাবাদ ফা-আউযোবিল্লাহে মিনাশ শয়তানের রাজিম, বিসমিল্লাহির রহমানের রাহিম। আলহামদু লিল্লাহে রব্বিল আলামিন। আর রাহমানের রাহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু অ-ইয়্যাকা নাশতাজিন। ইহদিনাশ সেরাতাল মুস্তাকিম। সেরাতাল লাযিনা আনআমতা আলাইহিম। গয়রিল মাগযুবি আলাইহিম। অলায য-ল-লিন।

তাশাহহুদ, তা'উয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (আই.) বলেন,

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)'র যুগের বিভিন্ন যুদ্ধাভিযানের বর্ণনা চলছিল। আজ হযরত আবু বকর (রা.)'র যুগের অবশিষ্ট যুদ্ধাভিযানগুলির বর্ণনা হবে যা হযরত খালিদ বিন ওলীদ (রা.)'র নেতৃত্বে দ্বাদশ হিজরীতে হীরা, আনবার (যাতুল আয়ুন), আয়নুত তামার, দুমাতুল জান্দাল, হুসাইরু খানাফাস, মুসায়য়াখ, সান্নী এবং যুমায়েল, রুযাব এবং ফিরাযে সংঘটিত হয়েছিল। এর সাথেই আজ যুদ্ধাভিযানগুলির বর্ণনা এখানে সমাপ্ত হবে।

হীরা বিজয় সম্পর্কে বলা হয় যে এই বিজয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মহান এক বিজয় প্রমাণিত হয়েছিল। এবং এটি ইরাক ও পারস্য সাম্রাজ্যের ভৌগলিক এবং সাংস্কৃতিকগত অবস্থানের কারণে মুসলমানদের দৃষ্টিতে পারস্য বিজয়ের আশা তরান্বিত করেছিল। হীরাতে ইসলামি সেনা বাহিনীর সর্বাধিনায়ক কর্তৃক সেনা সদর দপ্তর এবং সমরকেন্দ্র করা হয়েছিল। যেখান থেকে ইসলামি সেনাবাহিনী বিভিন্ন প্রতিরক্ষা কাজে যেত এবং বিভিন্ন প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হত। এছাড়া যুদ্ধ বন্দিদের বিষয়ে তাদের স্বার্থ রক্ষার্থে বিভিন্ন রাজনৈতিক এবং কূটনৈতিক পরিকল্পনাও এখান থেকে করা হত। শত্রুদের থেকে নিরাপদ থাকার লক্ষ্যে সেখান থেকে খারাজ এবং জিযিয়া আদায়ের উদ্দেশ্যে হযরত খালিদ (রা.) বিভিন্ন অঞ্চল ভিত্তিক গভর্নর এবং সীমান্তবর্তি এলাকাগুলিতে আমীর নিযুক্ত করেছিলেন।

ইরাকের পরিস্থিতি যখন স্বাভাবিক হয়ে ওঠে আর অন্যদিকে পারস্য সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়ে যাওয়ার ফলে তাদের দিক থেকে আর কোন আতঙ্ক অবশিষ্ট রইল না; তখন হযরত খালিদ (রা.) সরাসরি ইরানের উপর আক্রমণ করার সংকল্প করেন। সে সময় ইরানি সাম্রাজ্য স্ফোভ-বিক্ষোভের শিকার হওয়ার কারণে এই সুযোগে হযরত খালিদ (রা.) সেখানকার বাদশাহ, আমির এবং বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিদের নিকট পত্র লিখে ইসলামের আহ্বান

জানিয়ে তাদেরকে নিরাপত্তার আশ্বাস প্রদান করেন। নয়ত জিযিয়া আদায় করলে তাদের সুরক্ষিত থাকার কথা বলেন। অন্যথায় বলেন যে, খুব স্মরণ রেখ; আমি এমন এক সেনাবহর সঙ্গে নিয়ে তোমাদের উপর আক্রমণ করব যারা মৃত্যুর এতটাই অভিলাষি যতটা তোমরা মদ্যপানের প্রতি। হীরা বিজয়ের পর ইরাক বিজয় এবং ইসলামি রাজত্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে হযরত আবু বকর (রা.)'র মনোবাঞ্ছার একটি অংশ পরিপূর্ণতা লাভ করে। ইরানের উপর আক্রমণে যা অনুঘটকের ন্যায় কাজ করেছিল।

আস্বার বা যাতুল-উয়ুন (চোখের যুদ্ধ) - এর যুদ্ধে শত্রুদের পশ্চাদপদ হয়ে দুর্গের মধ্যে নিজেদের আবদ্ধ রাখা এবং শাসক আস্বার শিরাযাদের পক্ষ থেকে হযরত খালিদ বিন ওলীদ (রা.) কে সন্ধিচুক্তির আহ্বান জানানোর বিষয়ে আলোকপাত করতে গিয়ে হুযর আনোয়ার বলেন, এখানে এই বিষয়টি প্রাধান্যযোগ্য যে, যে সব লেখক এবং জীবনীকার হযরত খালিদ বিন ওলীদ (রা.)'র উপর এই অভিযোগ করে যে, তিনি হিংস্রতা এবং বর্বরতা অবলম্বন করেছিলেন এবং নির্বিচারে হত্যালীলা চালিয়ে ছিলেন; তাদের জন্য লক্ষণীয় হল; শত্রুদের পক্ষ থেকে যুদ্ধ করার এবং শান্তি চুক্তির প্রস্তাব অমান্য করা সত্ত্বেও যখন তারা শেষ পর্যন্ত পরাজিত হয়ে সেখান থেকে ফিরে যাওয়ার অনুমতি চেয়েছিল তখন কোনও রকম আপত্তি না করে তিন দিনের খাদ্য-রসদ সামগ্রী দিয়ে তিনি (রা.) তাদের ফিরে যাওয়ার অনুমতি প্রদান করেছিলেন। তিনি (রা.) যে অত্যাচারী ছিলেন না- এটাই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

আঈনুত্ তাহারের যুদ্ধ এবং এর দুর্গকে অবরুদ্ধ করা এবং যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদ গ্রহণ করার বিষয়ে বিশদে বর্ণনা করে হুযর আনোয়ার বলেন; হযরত খালিদ (রা.) তাদের গির্জার মধ্যে চল্লিশ জন যুবককে দেখেন, যাদেরকে খ্রীষ্টানরা বন্দি করে রেখেছিল; এসব যুবকদের অধিকাংশ আরবীয় ছিল; ইসলামের ইতিহাসে তাদের গুরুত্ব এই কারণেই যে তাদের সন্তানাদির মধ্য থেকে এমন অনেক মহান ব্যক্তিত্বের জন্ম হয়েছিল যারা সেইসব যুদ্ধে এবং পরবর্তিতে এক অমলিন ছাপ রেখে গেছে। এসব যুবকদের মধ্যে মুহাম্মদ বিন সিরীনের পিতা সিরীন, মুসা বিন নাসিরের পিতা নাসির এবং হযরত উসমান (রা.)'র মুক্তিপ্রাপ্ত গোলাম হুমরানও ছিলেন। ইরাকের অধিবাসী সিরীন দক্ষ একজন শিল্পী ছিলেন; আঈনুত্ তাহারের যুদ্ধে তিনি বন্দি হয়ে হযরত আনাস বিন মালিক (রা.)'র গোলাম হয়েছিলেন। এবং তাঁর (রা.) সাথে পত্রাচারের মাধ্যমে তিনি মুক্তিলাভ করেছিলেন। তাঁর সন্তান মুহাম্মদ বিন সিরীন একজন বিখ্যাত 'তাবীয়' (আহাদীসের বর্ণনাকারী শৃঙ্খলদের মধ্যে একজন) ছিলেন। তিনি তাফসীর, হাদীস, ফিকাহ শাস্ত্র এবং স্বপ্নের ব্যাখ্যা সম্বলিত বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। এরপর বনু উমায়য়ার বন্দিদের মধ্যে মুসা বিন নাসিরের পিতা নাসির, যাকে বনু উমায়য়ার কোন একজন স্বাধীন করেছিল। তিনি তাঁর সন্তান মুসার কারণে বিখ্যাত। মুসা বিন নাসির উত্তর আফ্রিকায় খ্যাতি লাভ করেছিলেন। তিনি তারিক বিন যিয়াদের সাথে সম্মিলিতভাবে স্পেনে ইসলামি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। ইহুদীদের মধ্যে হুমরান বিন আবানও আঈনুত্ তাহারের যুদ্ধবন্দিদের মধ্যে ছিলেন। তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। হযরত উসমান (রা.) তাঁকে স্বাধীন করে বিশেষ নৈকট্যপ্রাপ্তদের মধ্যে তাকে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। ৪১ হিজরীতে কিছুকালের জন্য তিনি বসরার শাসক নিযুক্ত হয়েছিলেন। পরবর্তিতে তিনি বনু উমায়য়া শাসন ব্যবস্থায় বহু সুনামের অধিকারী হয়েছিলেন।

দুমাতুল জান্দালের যুদ্ধে উকায়দারকে বন্দি করে তাকে হত্যার কারণগুলি বর্ণনা করে হুযর আনোয়ার বলেন; একটা প্রশ্ন ওঠে যে, দুমাতুল জান্দালের যুদ্ধে উকায়দারকে বন্দি করে তাকে কেন হত্যা করা হয়েছিল? এর কারণ হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তাবুকের যুদ্ধে মহানবী (সা.) হযরত খালিদ (রা.) কে উকায়দারের দিকে রওয়ানা করেছিলেন। তিনি তাকে বন্দি করে মহানবী (সা.)'র সমীপে হাজির করেছিলেন। তার প্রতি দয়াপরবশ হয়ে মহানবী (সা.) তাকে দিয়ে অঙ্গীকার লিখিয়ে তাকে ছেড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু সে তার অঙ্গীকার ভঙ্গ করে মদীনার শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বসে। সে কারণে হযরত খালিদ (রা.) তাকে গ্রেপ্তার করার

উদ্দেশ্যে আসীম বিন আমরকে প্রেরণ করলে তিনি তাকে বন্দি করেন। তার বিগত বিশ্বাসভঙ্গের জন্য হযরত খালিদ তাকে হত্যার আদেশ দেন। এভাবে তার বিশ্বাসভঙ্গ এবং প্রতারণার কারণে আল্লাহ তাআলা তাকে ধ্বংস করে দেন।

এরপর হুসায়নে ও খানাবিসের যুদ্ধ। হুসায়নে প্রবল যুদ্ধ হয়েছিল। আল্লাহ তাআলা অনারবদের একটা বড় অংশকে হত্যা করিয়েছিলেন। এই যুদ্ধে মুসলমানরা প্রভূত মালে গনিমত (যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদ) লাভ করেছিল। খানাবিসের যুদ্ধ সম্পর্কে লেখা আছে যে এই যুদ্ধে মুসলমানদের কোনও সমস্যা হয়নি।

মুসাইয়াখের যুদ্ধ সম্পর্কে হুযুর আনোয়ার বলেন; এই যুদ্ধে দু'জন এমন ইসলামি সেনা মুসলমানদের হাতে মারা যায়; যারা মুসাইয়াখে অবস্থান করছিল এবং যাদের নিকট হযরত আবু বকর (রা.) প্রদত্ত নিরাপত্তা পত্রও ছিল। যখন তাদের মৃত্যু সংবাদ পান তিনি (রা.) তাদের রক্তমূল্য পরিশোধ করেন। হযরত উমর (রা.) বার বার বলতে থাকেন; হযরত খালিদ বিন ওলীদ (রা.) কে এর শাস্তি পাওয়া উচিত। কিন্তু হযরত আবু বকর (রা.) বলেন; যে সব মুসলমান শত্রুভূমিতে তাদের সাথে একত্রে অবস্থান করেছে তাদের ক্ষেত্রে এমনটা হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। যদিও তিনি (রা.) তাদের সন্তানাদির লালন-পালন এবং তাদের দেখাশোনার বিষয়ে ওসীয়ত করেছিলেন।

সান্নী এবং যুমায়েলের যুদ্ধের ঘটনাবলী বর্ণনা করে হুযুর আনোয়ার বলেন; হযরত খালিদ বিন ওলীদ (রা.) ক্রযাব জয় করার পর ফিরায অভিমুখে অগ্রসর হন। পশ্চিমধ্যে তাঁকে অনেক যুদ্ধ করতে হয়। এখানে তিনি রমযানের রোযা পর্যন্ত রাখতে পারেন নি। হযরত খালিদ বিন ওলীদ (রা.)'র এই তাৎক্ষণিক আক্রমণ এবং তার মোকাবিলায় গোত্রগুলির পরাজয়ের সংবাদ ইরাকজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছিল। মরুভূমিতে বসবাসকারী প্রতিটা গোত্র ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিল। তারা মুসলমানদের কাছে নতিস্বীকার করে অস্ত্র সংবরণেই নিজেদের কল্যান মনে করে। যদি আয়ায বিন গানাম (রা.)-এর ভাগ্য সহায় হত আর তিনি শুরুতেই দুমাতুল জান্দাল জয় করে নিতেন, তবে সম্ভবত হযরত খালিদ (রা.) ফিরায অবধি পৌঁছতেন না; কারণ হযরত আবু বকর (রা.)'র উদ্দেশ্য সমগ্র ইরাক এবং পারস্য জয় ছিল না। তিনি শুধু এসব দেশগুলির সীমান্তবর্তি অঞ্চল যেগুলি আরবের সাথে মিলিত হয়েছে; সেখানে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন; যাতে ইরানী এবং রোমিয়রা এখান দিয়ে আরবদের উপর আক্রমণ করতে না পারে। অন্যদিকে আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা ছিল এই দুইটি সাম্রাজ্য যেন সম্পূর্ণরূপে মুসলমানদের অধীনস্থ চলে আসে। সে কারণে তিনি এমন সব উপকরণ সৃষ্টি করে দেন যে খালিদ (রা.) ইরাকী গোত্রগুলিকে অধীনস্থ করার মানসে একেবারে উত্তর সীমানা পর্যন্ত চলে যান; আর এভাবে উত্তর প্রান্ত থেকে পারস্যের উপর আক্রমণের রাস্তা সুগম হয়ে ওঠে। হযরত খালিদ (রা.) কে ফিরাযে পুরো এক মাস অবস্থান করতে হয়। তথায় তিনি এমন বিরত্ব, সাহসিকতা এবং দৃঢ় সংকল্পের প্রদর্শন করেছিলেন যা বলার অপেক্ষা রাখে না। ইরাকে খালিদ সাইফুল্লাহ (রা.) কর্তৃক যে যুদ্ধগুলি সংঘটিত হয়েছিল এটি ছিল তার সর্বশেষ যুদ্ধ। এর পরে ইরানীদের মান-মর্যাদা ভুলুষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। আর মুসলমানদের ভয়ভীত করার মত কোন শক্তি তাদের আর অবশিষ্ট ছিল না।

ইরাকের উপর আক্রমণ একটি মহা বিজয়ের পূর্ব লক্ষণ ছিল। সেখানে মুসলমান সেনারা পারসী সৈন্যবাহিনীকে তাদের সংখ্যাধিক্যতা এবং যুদ্ধাস্ত্রের প্রাচুর্যতা থাকা সত্ত্বেও সাংঘাতিক রকম ভাবে পরাস্ত করেছিল। স্মরণ থাকে যে পারস্য বাহিনী তৎকালীন সবচেয়ে বড় যুদ্ধ বাহিনী ছিল। হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)'র যুগের এই মহান কীর্তির দৃষ্টান্ত ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যায় না। নিঃসন্দেহে যুদ্ধের ময়দানে সর্বপ্রকার সফলতা হযরত খালিদ (রা.) এবং তাঁর বিশ্বস্ত সৈন্যবাহিনীর একান্ত প্রচেষ্টার ফল ছিল; তা সত্ত্বেও এটা অস্বীকার করা যেতে পারে না যে এসব সফলতা এবং বিজয়ের উপর হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)'র ন্যায় মহান ব্যক্তিত্বের

অভিভাবকত্ব লাভ ছিল। ইতিহাস সাক্ষী যে কোনও সৈন্যবাহিনীর কোন সেনাপতি তার আদর্শবান নির্দেশকের ব্যক্তিমাধুর্য এবং তার উন্নত চারিত্রিক গুণে প্রভাবিত না হয়ে যুদ্ধের ময়দানে এমন বীরত্ব এবং একাত্মতা প্রদর্শন করতে পারে না। ইসলামের ইতিহাসে যেখানে প্রথম খলীফা (রা.)'র একটি সুমহান মর্যাদা বিদ্যমান; সেখানে সৈয়্যদনা খালিদ (রা.)ও তৎকালীন দৃঢ়চেতা সেনাপতিদের মধ্যে অগ্রগন্য ছিলেন; যিনি বাইরের এলাকাগুলিকে জয় করায় এবং পৃথিবীর রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় মানচিত্রের পট পরিবর্তনে হযরত আবু বকর (রা.)'র সহায়ক ছিলেন। মুসলমানরা যেভাবে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)'র রাজনৈতিক এবং ঐশী নির্দেশনায় এবং সৈয়্যদনা খালিদ (রা.)'র সামরিক নেতৃত্বে ইরাকের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত একটি অদম্য ঝঞ্ঝা বায়ুর ন্যায় আচ্ছাদিত হয়েছিল; একই প্রকারে তারা অপর একটি সাম্রাজ্যের দিকেও অগ্রসর হচ্ছিল। আর সেটা পূর্ব রোম ছিল।

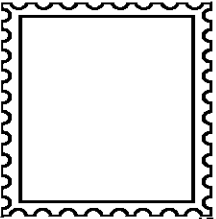
হুযুর বলেন; হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)'র যুগের কিছুটা অংশ রয়ে গেছে। ইনশাআল্লাহ পরবর্তিতে তা আলোচিত হবে।

খুতবা সানীয়ার পূর্বে হুযুর আনোয়ার বলেন; আগামী শুক্রবার ইনশাআল্লাহ তাআলা যুক্তরাজ্যের জলসা সালানা শুরু হচ্ছে। এই জলসার সার্বিক কল্যনময় হয়ে ওঠার জন্য দোয়া করবেন। জলসার উদ্দেশ্যে আগমনকারীদের যাত্রাপথ যেন সুগম হয়। ডিউটি প্রদানকারীদের জন্যও দোয়া করবেন। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে আপন আপন দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের তৌফিক দিন। (গত বছর ক্ষুদ্র পরিসরে জলসা হয়েছিল)। কিন্তু তিন বছরের ব্যবধান থাকার পর সবচেয়ে বড় জলসা এবার হতে চলেছে। তাই কিছু সমস্যা হওয়াটা স্বাভাবিক। ব্যবস্থাপনা সম্পর্কীয় যে সব সমস্যাবলী আছে কিংবা যে সব সমস্যাগুলি সৃষ্টি হতে পারে; আল্লাহ তাআলা সেগুলি দূর করুন। আমীন।

আলহামদুলিল্লাহে নাহ্মাদুহু ওয়া নাসতায়ীনুহু ওয়া নাসতাগফিরুহু ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্বালু আলাইহে ওয়া না'উযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়িয়াআতি আ'মালিনা-মাইয়্যাহদিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লাহু ওয়া মাই ইউয্লিলহু ফালা হাদিয়াল্লাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকালাহু ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু-

‘ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্নালাহা ইয়া'মুরু বিল ‘আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঙ্গ'তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা ‘আনিল ফাহশাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ'ই-ইয়াহযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্করুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ'উহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিকরুল্লাহি আকবর।

(‘মজলিশ আনসারুল্লাহ ভারত’ কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দু খুতবার অনুবাদ)

| | | |
|--|--|---|
| Bengali Khulasa Khutba Juma Huzoor Anwar ^(at) 29 July 2022 Distributed by | To, _____ _____ _____ _____ _____ |  |
| Ahmadiyya Muslim MissionP.O..... Dist.....Pin.....W.B | | |
| বিশদে জানতে : Toll Free No.1800 103 2131 www.alislam.org www.mta.tv www.ahmadiyyamuslimjamaat.in | | |